দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 FEB 1998 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

প্রধানমন্ত্রীর বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলায় আগমনের কর্মসূচীর প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় —ইনকিলাব

ছাত্র দল কালো পতাকা দেখাবে
ছাত্র লীগ স্বাগত জানাবে

বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আজ একুশে বইমেলা উদ্বোধন করতে বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিরোধ করতে আজ বাংলা একাডেমী অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করবে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন কর্মসূচীর প্রতিবাদে ছাত্র দল গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জঙ্গী বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। ছাত্র দলের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে মুজিববাদী ছাত্র লীগ পাল্টা প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। ছাত্র দল ও ছাত্র লীগ দু'পক্ষই প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পক্ষে-বিপক্ষে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে আজ মাঠে নামবে। ফলে ক্যাম্পাসে ভয়াবহ

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংঘর্ষের আশংকা করা হচ্ছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে পুরোপুরি নিরাপদ করতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের বিপুলসংখ্যক সদস্য গতকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমী এলাকায় সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোসহ কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পোশাকধারী পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের কড়া পাহারা বজায় রয়েছে। দৃশ্যতঃ গতকাল থেকে শত শত পুলিশ ও গেয়েন্দারা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকয়টি প্রবেশ পথে এবং কলা ভবন ও ছাত্রদলের হলগুলোর প্রবেশ পথে পুলিশ গতকাল সারাদিন ও রাতে রিক্সা, বেবীটেক্সীসহ সব যানবাহন এবং ছাত্র-পথচারী সকলের দেহে তল্লাশি চালায়। গোয়েন্দা পুলিশ ছাত্রদলের হলগুলোতে বেশ তৎপর ছিল, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের প্রতি সতর্ক নজর রাখছিল। গতকাল সারাদিন ও রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল থমথমে। ছাত্রদল গতকাল বিকেলে সূর্যসেন, জিয়া, মুজিব ও জসীম উদদীন হল থেকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি লেকচার থিয়েটার, মধুর ক্যান্টিন হয়ে মসজিদ গেটে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে মিছিলটি লাইব্রেরী গেটে গেলে সেখানেও পুলিশ বাধা দেয। কলা ভবনের সামনে দিয়ে মিছিল দক্ষিণ দিকে যেতে চাইলে গেটে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। দু'পক্ষে বাক-বিতণ্ডার পর ছাত্রদল সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, শেখ হাসিনার আশ্রিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সাধারণ ছাত্রদের বের করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে খুনী সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য বানিয়ে ন্যারকীয় পরিবেশ সৃষ্টির পর খুনী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ক্যাম্পাসে আগমন-ছাত্র সমাজ মেনে নিতে পারে না। ছাত্রদল প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে হলেও প্রধানমন্ত্রীর আগমণকে প্রতিরোধ করবে। পুলিশ ছাত্রদলের কর্মসূচীতে বাধা দিলে ছাত্রদল কর্মীরা জীবন দিয়ে হলেও শেখ হাসিনাকে প্রতিহত করবে। তিনি খুনী সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট বা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে বইমেলা উদ্বোধনের দাবী জানান। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক নাসিরুদ্দীন অসীম ও যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রলীগ বিকেলে মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল নিয়ে টিএসসি'র দিকে যেতে চাইলে কলা ভবনের পশ্চিম গেটে পুলিশ বাধা দেয়। পরে লাইব্রেরী ঘুরে ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রলীগ সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ও বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বইমেলা উদ্বোধন করতে আগমনকে ছাত্র সমাজ স্বাগত জানায়। প্রধানমন্ত্রীর আগমণ ঠেকানোর শক্তি কারো নেই। ছাত্রদল এমন চেষ্টা করলে ছাত্রলীগ তাদেরকে প্রতিহত করবে।